দৈনিক

তারিখ 30 JUN 2008
পৃষ্ঠা ০৪ কলাম ২

জয়পুরহাটে আশংকাজনক হারে বাল্যবিয়ে বৃদ্ধি

স্কুল পেরুনোর আগেই শেষ হচ্ছে অধিকাংশ ছাত্রীর শিক্ষা জীবন

মুহাম্মদ আবু মুসা

জয়পুরহাট জেলায় বাল্যবিবাহ আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাল্যবিবাহের কারণে অনেক কিশোরীর মৃত্যুও ঘটেছে। বাল্যবিবাহ রোধে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে। আবার কেউ কেউ কাজী ও মৌলভীদের দোষারোপ করে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন। জানা গেছে, জয়পুরহাট সদর উপজেলার জামালপুর গ্রামের আব্দুস সামাদের কন্যা জয়পুরহাট কলেক্টরেট বালিকা বিদ্যানিকেতনের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী মালা বেগমের বিয়ে হয় দেড় বছর আগে। বিয়ের কয়েক মাস পর মালা গর্ভধারণ করে। সম্প্রতি জয়পুরহাট সদর আধুনিক হাসপাতালে বাচ্চা প্রসব করার সময় হাসপাতালেই বাচ্চাসহ মারা যায়। সদরের উত্তর জয়পুর মিমুখী দাখিল মাদ্রাসার নবম শ্রেণী পড়ুয়া ছাত্রী ডেইজি খাতুনের (১৪) বিয়ে হয় দুই বছর আগে। স্বামীর সঙ্গে তার বনিবনা না হওয়ায় ডেইজি আদালতে খোরপোষ ও মোহরানা আদায়ের মামলা করেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। তার ইচ্ছা পড়াশোনা করার জন্য আবার স্কুলে ভর্তি হবে। ডেইজির মা ফিরোজা খাতুন বলেন, আমরা গরীব মানুষ, ছেলেকে ভালো মনে করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। এখন মেয়ের ভাত হচ্ছে না। শহরের কাশিয়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণী পড়ুয়া ছাত্রী আঙ্গুরের (১৫) এক বছর আগে বিয়ে হয় আক্কেলপুর উপজেলার কাশিরা গ্রামের নুরুল হকের পুত্র মিজানুর-এর সাথে। বিয়ের ৫ মাসের মাথায় স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়। আঙ্গুরের বাবা-মা মান-সম্মানের ভয়ে আদালতে আইনের আশ্রয় নেন। আঙ্গুর জানায়, তার মা-বাবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত সংসার টেকেনি। এখন তার ইচ্ছা সে লেখাপড়া করবে। জয়পুরহাট জেলার গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করা অবস্থায় অনেক মেয়ে শিক্ষার্থীর বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর দু'চারজন পড়াশোনা করলেও অধিকাংশই স্বামীর ঘরে সংসার করছে। মেধা বিকাশের আগেই বাল্যবিবাহের কারণে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে তারা। জেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় গিয়ে ছাত্রী ভর্তির রেজিস্টার অনুযায়ী জানা যায়, ষষ্ঠ শ্রেণীতে যেসব ছাত্রী ভর্তি হয়ে পড়াশোনা শুরু করে তাদের অধিকাংশই বিয়ের কারণে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। দেখা গেছে, দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বেলায় এ ধরনের বিয়ের ঘটনা বেশী ঘটেছে। জেলার আক্কেলপুর উপজেলার জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০০৪ সালে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১২২ জন ছাত্রী ভর্তি হয়। ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় ১০৮ জন। এভাবে অষ্টম শ্রেণীতে ৯৮ জন, নবম শ্রেণীতে ৪৭ জন এবং শেষে এ বছর দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় ৩৭ জন। বর্তমানে ওই স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে ৩৭ জন ছাত্রী। অন্যরা গত চার বছরে ঝরে পড়েছে। এ স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে রুপালী বেগম (১৩)। খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে প্রায় দুই মাস আগে। নবম শ্রেণীর ছাত্রী জান্নাতুন ফেরদৌসেরও (১৪) বিয়ে হয়েছে খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে। দশম শ্রেণীর শীথিরও বিয়ে হয়েছে। রুপালী ও জান্নাতুন জানায়, বাবা-মা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়েছেন। রুপালী বিয়ের কাবিনে স্বাক্ষর করেছেন ১৮ বছরের সাবালিকা হিসেবে। এই স্কুলের দশম শ্রেণীর একাধিক শিক্ষার্থী জানায়, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত তাদের সঙ্গে লেখাপড়া করা অবস্থায় অনেক মেয়ের বিয়ে হয়েছে। জয়পুরহাট কাশিয়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শাহনুর ইসলাম সাজু, বম্বলপুর দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী আব্দুর রহমান, জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাফর আহমেদ, জয়নাল আবেদীন ও মৌলভী শিক্ষক আব্দুর রহমান জানান, অধিকাংশ ছাত্রীই বিয়ের কারণে বিদ্যালয় ছেড়েছে। অজ্ঞতা, দরিদ্রতা ও শিক্ষার অভাবে অভিভাবকরা অনেক ছাত্রী পড়াশোনায় ভাল করতে না পারায় তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়। আবার দু'চারজন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও উপবৃত্তি না পাওয়ায় পড়াশোনা বন্ধ করেছে। জেলার ক্ষেতলাল উপজেলার জিয়াপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০০৪ সালে ছাত্রী ভর্তি হয় ৪১ জন। ২০০৮ সালে দশম শ্রেণীতে ছাত্রী রয়েছে ২৪ জন। ওই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী রুমা, নবম শ্রেণীর শার্মিন সুলতানা, সাবিনা আখতার ও নেগার সুলতানার বিয়ে হয়েছে। স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন জানান, নেগার সুলতানা ও সাবিনা আখতারের বিয়ের পর তালাক হয়। বর্তমানে তারা আবার পড়াশোনা করছে। ছাত্রীদের অভিভাবকদের বোঝানোর পরেও অনেক অভিভাবক অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছেন। তাদের বিয়ের আগে শিক্ষকরা জানতে পারেন না। সদর উপজেলার পাঁচবিবি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০০৪ সালে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্তি হয় ৪০ জন। ২০০৮ সালের দশম শ্রেণীতে ছাত্রী রয়েছে ২০ জন। ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রেজাউল হোসেন জানান, স্কুলের নবম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় ছাত্রী লাবণী আখতারের বিয়ে হয়। বিদ্যালয়ে বাল্যবিবাহ রোধে অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক সভা হয়েছে। তারপরও বাল্যবিবাহ হচ্ছে। জয়পুরহাট জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০০৫ সালে জেলার স্কুল ও মাদ্রাসাসহ ২৭৪টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৮ হাজার ৯৯৩ জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল। অষ্টম শ্রেণীতে এসে ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়ায় ৫ হাজার ২২ জন। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ বলেন, আগে প্রতিটি ছাত্রী উপবৃত্তি পেত, তখন উপবৃত্তির জন্য ছাত্রীসংখ্যা বেশী ছিল। বর্তমানে উপবৃত্তির জন্য শর্তারোপ করায় ছাত্রী সংখ্যা কমে যাচ্ছে। উপবৃত্তি পাওয়া মেয়েদের ১০ ভাগের বিয়ে হচ্ছে। জয়পুরহাট জেলা মহিলা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নাজনীন আখতার জানান, বাল্যবিবাহ রোধে বিভিন্ন উঠান বৈঠকের মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন এনজিও কাজ করছে। বাল্যবিবাহের খবর পেলে বাবা-মায়েদের বুঝিয়ে তারা বিবাহ বন্ধ করছেন। আবার অনেক সময় প্রশাসনের সহায়তায়ও কিছু বিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়। জয়পুরহাট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের গাইনী বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পারভিন আক্তার বলেন, প্রতিদিন এ চিকিৎসা কেন্দ্রে অসংখ্য গর্ভবতী মা আসেন চিকিৎসা নিতে, যাদের অনেকের বয়স ১৪-১৬ বছরের মধ্যে। চিকিৎসা দেয়ার সময় তাদের শারীরিক অবস্থা দেখে খুব কষ্ট হয়। কিন্তু তারপরও আমাদের করার কিছুই থাকে না। অনেক মা প্রসবের সময় মারা যান। আমরা যতটুকু সম্ভব বাল্যবিবাহ রোধ এবং অকাল গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দেই। জয়পুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান ইনকিলাবকে জানান, পৌরসভার বিভিন্ন প্রজেক্টের আওতায় পৌর এলাকার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য, স্যানিটেশনসহ বিভিন্ন কমিটি রয়েছে। সে কমিটিতে আমরা নিয়মিত উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছি।